পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন
পিকেএসএফ

RAISE

ছোটো উদ্যোগে মানব সক্ষমতার বিকাশ

নিউজলেটার

ভলিউম ০২, সংখ্যা ০১। জুন ২০২৩

এক নজরে RAISE প্রকল্পের আওতায় শিক্ষানবিশি কার্যক্রম

৩৫,০০০
জন শিক্ষানবিশের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ

৭,০০০
জন সফল উদ্যোক্তাকে ওস্তাদ হিসেবে অন্তর্ভুক্তিকরণ

বাজার চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ট্রেড
২৬ টি

৬
মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ

ফিচার

ছোটো উদ্যোগে দক্ষ কারিগর গড়ে তোলায় RAISE প্রকল্পের শিক্ষানবিশি কার্যক্রম

দারিদ্র্যের কারণে অর্থনৈতিকভাবে নিম্ন আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণদের মধ্যে অনেকের পক্ষেই আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। স্বল্প শিক্ষা ও কারিগরি দক্ষতার অভাবে তারা স্বল্প মজুরির ও স্বল্প উৎপাদনশীল অনানুষ্ঠানিক খাতে যুক্ত হতে বাধ্য হচ্ছে। অনানুষ্ঠানিক খাতের ছোটো উদ্যোগসমূহও দক্ষ জনবলের অভাবে নিম্ন প্রযুক্তির ফাঁদ থেকে বের হতে পারছে না। উন্নত প্রযুক্তির কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন জনবল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশি কার্যক্রম একটি কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে ইতোমধ্যে সফল বলে প্রতীয়মান হয়।

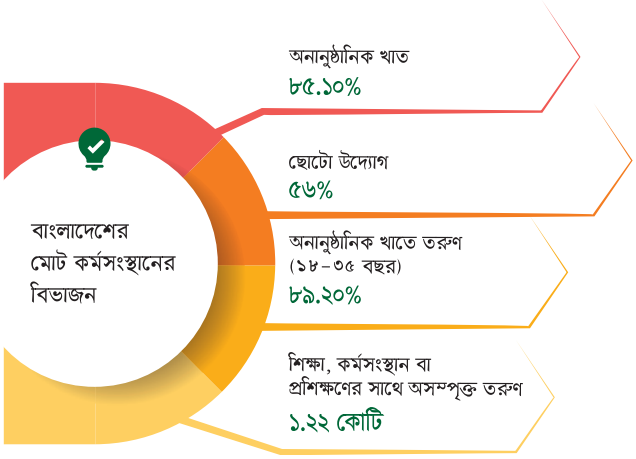

লেবার ফোর্স সার্ভে ২০১৬-১৭

ইউরোপ ও এশিয়ার অনেক দেশে মধ্যযুগে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষানবিশি পদ্ধতির প্রবর্তন হয়। শিক্ষানবিশি হচ্ছে এমন একটি প্রশিক্ষণ পদ্ধতি যার মাধ্যমে একজন তরুণ কোনো উদ্যোগে একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ কারিগরের তত্ত্বাবধানে থেকে পর্যবেক্ষণ, অনুকরণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে হাতে-কলমে কাজ শেখার সুযোগ পেয়ে থাকেন। এর মধ্য দিয়ে একজন শিক্ষানবিশ কারিগরি দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি ব্যাবসাক্ষেত্রে সংস্কৃতি, ব্যাবসায়িক আচরণ ও ব্যাবসা পরিচালনার কৌশল সম্পর্কেও ধারণা লাভ করেন যা শিক্ষানবিশি কার্যক্রম শেষে উপযুক্ত কর্মসংস্থানে যুক্ত হতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির এ প্রক্রিয়া বহু বছর ধরে বিভিন্ন দেশে অনুশীলন করা হচ্ছে।

জার্মানি, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন-এর মতো উন্নত ও প্রযুক্তি নির্ভর অনেক দেশই শিক্ষানবিশি পদ্ধতি অবলম্বন করে কারিগরি ও ব্যাবসা পরিচালনা বিষয়ে তরুণ প্রজন্মের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দক্ষ জনবল গড়ে তুলেছে যা দেশগুলোর ছোটো উদ্যোগ খাতের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

পিকেএসএফ তিন দশকেরও অধিক সময় ধরে অর্থায়ন সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি টেকসই প্রযুক্তি হস্তান্তর ও বাজারজাতকরণে অব্যাহত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দেশের অনানুষ্ঠানিক খাতের ছোটো উদ্যোগসমূহের বিকাশে নানামুখী কাজ করে আসছে। বাজার চাহিদাভিত্তিক নানারকম ঋণ কার্যক্রম ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় পিকেএসএফ কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ছোটো উদ্যোগের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও যুগোপযোগী প্রযুক্তির ব্যবহার উদ্বুদ্ধকরণে কাজ করছে।

স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণদের উপযুক্ত (স্ব-কর্ম বা মজুরিভিত্তিক) কর্মসংস্থানে যুক্ত করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ RAISE প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত ৭০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে শিক্ষানবিশি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ কার্যক্রমে তরুণদের জীবন দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞানসমৃদ্ধ টেকসই কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে যা একদিকে তরুণদেরকে নিম্ন মজুরির চক্র হতে বের করে নিয়ে এসে মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থানে যুক্ত হতে সহায়তা করবে এবং অপরদিকে ছোটো উদ্যোগে দক্ষ জনবলের ঘাটতি কমিয়ে আনতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তরুণদের শোভন ও মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থানে যুক্ত হবার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে RAISE প্রকল্প সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে ভূমিকা রাখছে।

RAISE প্রকল্পের শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের আওতায় শিক্ষা, কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণের সাথে জড়িত নন এমন তরুণ দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিগর বা মাস্টার ক্রাফটসপার্সনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে হাতে-কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণ লাভ করবেন। কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের জন্য বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। তবে দেখা গিয়েছে যে, এসব প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের যেসব প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে প্রদান করা হয় সেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই যুগোপযোগী নয়। এর ফলে শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক কারিগরি শিক্ষা তরুণদেরকে উপযুক্ত কমসংস্থানে সম্পৃক্ত হবার জন্য পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত করতে পারে না। অপরদিকে শিক্ষানবিশি পদ্ধতিতে কর্মক্ষেত্রে সরাসরি কাজ শেখার মাধ্যমে শিক্ষানবিশগণ বাজারে প্রচলিত আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পায়, যা গতানুগতিক শ্রেণিকক্ষভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণে সাধারণত সম্ভব হয় না। এ পদ্ধতিতে কর্মসংস্থান প্রত্যাশী তরুণদের কারিগরি দক্ষতা, ব্যাবসা পরিচালনায় সক্ষমতা ও জীবন দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে দেশ ও বিদেশের শ্রমবাজারের জন্য দক্ষ করে গড়ে তুলবে, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

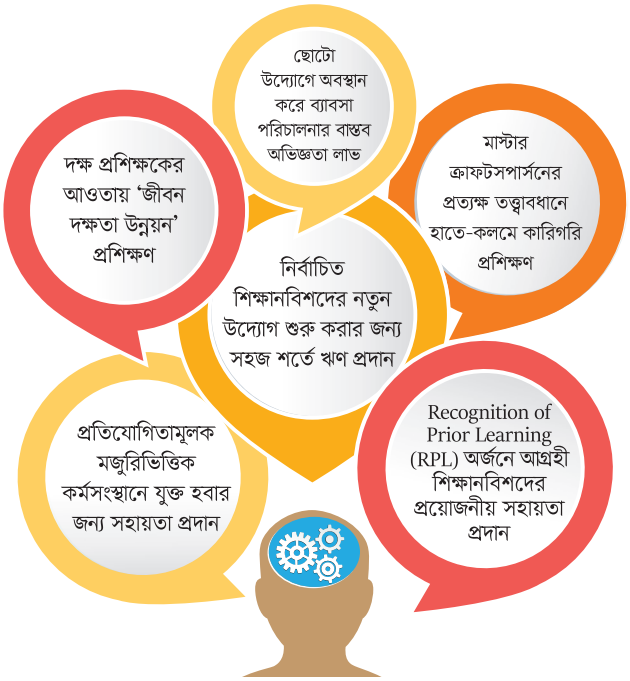

RAISE প্রকল্পের অগ্রগতি (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অর্থায়ন		তরুণ ছোটো উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অর্থায়ন		শিক্ষানবিশি কার্যক্রম	
লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
৫০০ কোটি টাকা আগ্রসর-RAISE ঋণ বিতরণ	৯৯.০%	১০৯১.০১ কোটি টাকা অগ্রসর-RAISE ঋণ বিতরণ	৪.০%	৩৫,০০০ জন তরুণকে শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ	৯.৮%
৫০,০০০ জন উদ্যোক্তাকে 'ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা' প্রশিক্ষণ	৮৪.৬%	৯০,০০০ জন উদ্যোক্তাকে 'ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন' প্রশিক্ষণ	জুন ২০২৩-এর শেষ সপ্তাহ হতে প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে	৭,০০০ জন মাস্টার ক্রাফটসপার্সনের আওতায় শিক্ষানবিশি কার্যক্রম পরিচালনা	২৫.২৫%

মাঠ কার্যক্রম

‘জীবন দক্ষতা উন্নয়ন’ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা

তরুণ উদ্যোক্তা ও শিক্ষানবিশদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্পভুক্ত সহযোগী সংস্থার প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দসহ সংস্থার মূলস্রোতের নির্বাচিত প্রশিক্ষকবৃন্দকে RAISE প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট কর্তৃক ‘জীবন দক্ষতা উন্নয়ন’ বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

কমিউনিটি আউটরিচ কর্মকাণ্ড

মাঠ পর্যায়ে RAISE প্রকল্প যথাযথভাবে বাস্তবায়নে লক্ষিত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পভুক্ত সহযোগী সংস্থা বিভিন্ন কমিউনিটি আউটরিচ কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্থানীয় স্টেকহোল্ডার এবং লক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্তকরণের অন্যতম কৌশল বা কর্মপন্থা হিসেবে কমিউনিটি আউটরিচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ কার্যক্রমের আওতায় সহযোগী সংস্থাসমূহ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন এলাকায় লক্ষিত জনগোষ্ঠীকে প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য ও সেবা প্রদান করে সম্ভাবনাময় ও কাঙ্ক্ষিত তরুণ শিক্ষানবিশ ও পিছিয়ে পড়া তরুণ উদ্যোক্তা নির্বাচনপূর্বক তাদেরকে প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করছে।

প্রকল্পের আওতায় তরুণ উদ্যোক্তা এবং শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের জন্য উপযুক্ত অংশগ্রহণকারী বাছাইয়ের লক্ষ্যে লিফলেট, পোস্টার ও অন্যান্য প্রচারণামূলক উপকরণ বিতরণ করা হচ্ছে। কর্ম এলাকায় উঠান বৈঠক, হাট-বাজার সভা, ঋণ সমিতির সভা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে লক্ষিত জনগোষ্ঠীকে অবহিতকরণের মধ্য দিয়ে উপযুক্ত অংশগ্রহণকারী বাছাই নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়াও কার্যক্রমের আওতায় সম্ভাবনাময় শিক্ষানবিশ ও তরুণ উদ্যোক্তাদের কাউন্সেলিং সেবা প্রদানের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে।

ঋণ বিতরণ কার্যক্রম

কোভিড-১৯ মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের মাঝে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ৫০০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। সংস্থা কর্তৃক জুন ২০২৩ পর্যন্ত ৪৮,০২০ জন ছোটো উদ্যোক্তাকে ৪৯৫ কোটি টাকার অধিক ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

পাশাপাশি, এপ্রিল ২০২৩ হতে তরুণ ছোটো উদ্যোক্তাদের মাঝে ঋণ বিতরণ শুরু হয়েছে। এ লক্ষ্যে পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থার অনুকূলে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ২৬৩ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। সংস্থা কর্তৃক জুন ২০২৩ পর্যন্ত ৩,৭৩৭ জন তরুণ ছোটো উদ্যোক্তাকে প্রায় ৪৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, RAISE প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ের সকল ঋণ ব্যাংক চেকের মাধ্যমে বিতরণ নিশ্চিত করা হচ্ছে।

মাস্টার ক্রাফটসপার্সনদের ওরিয়েন্টেশন

শিক্ষানবিশি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে এ পর্যন্ত প্রকল্পভুক্ত ৭০টি সহযোগী সংস্থা কর্তৃক ১৭৬৮ জন মাস্টার ক্রাফটসপার্সনকে ২ দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে। এ ওরিয়েন্টেশনের মাধ্যমে মাস্টার ক্রাফটসপার্সনদের শিক্ষানবিশি কার্যক্রম পরিচালনার কৌশল ও প্রকল্পের নীতিমালা ছাড়াও কর্মক্ষেত্রে সামাজিক ও পরিবেশ বিষয়ক গাইডলাইন অনুসরণ এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়ে অবহিত করা হচ্ছে।

‘ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা’ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

অনানুষ্ঠানিক খাতের ছোটো উদ্যোগগুলোতে উদ্ভূত নানাবিধ অপ্রত্যাশিত দুর্যোগ বা ক্ষতির প্রভাব থেকে উত্তরণের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের ‘ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা’ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। জুন ২০২৩ পর্যন্ত কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত ৪২,২৮০ জন ছোটো উদ্যোক্তাকে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ছোটো উদ্যোক্তাগণ এ প্রশিক্ষণে বিভিন্ন ব্যবহারিক গেমস ও দলীয় অনুশীলনের মাধ্যমে উদ্যোগ উন্নয়ন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, আয়-ব্যয়ের হিসাবায়ন ও ব্যাবসা-পরিকল্পনা প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা লাভ করছেন। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ব্যাবসাক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে উদ্যোক্তাগণ নিজ-নিজ উদ্যোগের বার্ষিক ব্যাবসায়িক পরিকল্পনা করে তা অনুযায়ী তাদের উদ্যোগ পরিচালনা করছেন। এর পাশাপাশি তারা নিজ উদ্যোগের সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন যা তাদের ব্যবসায় ধারাবাহিকতা রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের আওতায় কারিগরি প্রশিক্ষণ

শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের আওতায় ৩,৪৫৫ জন তরুণ ১৭৬৮ জন মাস্টার ক্রাফটসপার্সনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ওস্তাদ-শাগরেদ মডেলে কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। ৬ মাসব্যাপী এ শিক্ষানবিশি কার্যক্রমে শিক্ষানবিশগণ শোভন কর্ম পরিবেশে হাতে-কলমে কাজ শেখার পাশাপাশি উদ্যোগ পরিচালনা সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাচ্ছেন।

‘ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন’ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

তরুণ ছোটো উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থার বিদ্যমান তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য ১২ সপ্তাহব্যাপী (৯৬ ঘণ্টা) ‘ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন’ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাগণ বিভিন্ন দলীয় অনুশীলনের মাধ্যমে উদ্যোগ উন্নয়ন, ব্যবসায়ের পরিবেশ, ছোটো উদ্যোগে কর্মী ব্যবস্থাপনা, ব্যাবসায়িক পরিকল্পনা ও অর্থায়ন এবং ব্যাবসা সম্প্রসারণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন। উল্লেখ্য, প্রকল্পের আওতায় ৯০ হাজার তরুণ উদ্যোক্তাকে ‘ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন’ প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি ‘জীবন দক্ষতা উন্নয়ন’ বিষয়ক প্রশিক্ষণও প্রদান করা হবে।

শিক্ষানবিশদের জন্য ‘জীবন দক্ষতা উন্নয়ন’ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

জুন ২০২৩ হতে শিক্ষানবিশদেরকে কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি দক্ষ প্রশিক্ষকের আওতায় ‘জীবন দক্ষতা উন্নয়ন’ বিষয়ক প্রশিক্ষণও প্রদান করা হচ্ছে। ৫ দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষানবিশগণ নেতৃত্ব, সমঝোতা কৌশল, যোগাযোগের দক্ষতা, সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা, সমস্যা সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা, সামাজিক দক্ষতা ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা লাভ করছেন। এ পর্যন্ত ১০০ জন শিক্ষানবিশকে এ প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে।

মাঠ পরিদর্শন

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের RAISE প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি বিগত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে সহযোগী সংস্থা সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভস (এসডিআই) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন RAISE প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত শিক্ষানবিশি কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে ড. হালদার শিক্ষানবিশদের ট্রেডভিত্তিক দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি উদ্যোক্তার গুণাবলি অর্জনেরও পরামর্শ প্রদান করেন।

অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালকদ্বয়ের RAISE প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১ জনাব মোঃ ফজলুল কাদের বিগত ১৫ ও ১৬ মার্চ ২০২৩ তারিখে রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা (আরডিএস) এবং অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক-২ ড. মোঃ জসীম উদ্দিন বিগত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত RAISE প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কর্মকর্তা কর্তৃক সরেজমিনে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সহযোগী সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দ ছাড়াও এ্যাকাউন্টস অফিসারগণও নিয়মিতভাবে সরেজমিনে মাঠ পরিদর্শন করছেন। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন: কোভিড-১৯ মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ, শিক্ষানবিশি কার্যক্রম, মাস্টার ক্রাফটসপার্সনদের ওরিয়েন্টেশন, তরুণ উদ্যোক্তা ও শিক্ষানবিশ বাছাইয়ের জন্য কমিউনিটি আউটরিচ কর্মকাণ্ডসহ ঋণ বিতরণ কর্মসূচি পরিদর্শন করছেন।

RAISE প্রকল্পের স্টল পরিদর্শন করলেন ড. কিউকে আহমদ

বিগত ৩ মে ২০২৩ তারিখে RAISE প্রকল্পের সহযোগী সংস্থা ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)-এর ৩৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত 'উন্নয়ন মেলা ২০২৩'-এ মেলার প্রধান অতিথি হিসেবে পিকেএসএফ-এর তৎকালীন চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ RAISE প্রকল্পের স্টল পরিদর্শন করেন। এ স্টলে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন: শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের ট্রেডসমূহ (বিউটি কেয়ার/বিউটিফিকেশন, টেইলরিং ও ড্রেস মেকিং, মোটর সাইকেল সার্ভিসিং, এ্যালুমিনিয়াম ফেব্রিকেশন ইত্যাদি), স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ উদ্যোক্তা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা বিষয়ক প্রশিক্ষণের চিত্রণ (illustration model) প্রদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে ড. আহমদ-এর সাথে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ড. জাহেদা আহমদ ও পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন।

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক 'ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা' বিষয়ক প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

পিকেএসএফ-এর তৎকালীন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. তাপস কুমার বিশ্বাস বিগত ২২ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে RAISE প্রকল্পভুক্ত সহযোগী সংস্থা দিশা স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক প্রকল্পভুক্ত কোভিড-১৯ মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের জন্য আয়োজিত 'ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা' বিষয়ক প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন। এ প্রশিক্ষণকে কাজে লাগিয়ে উদ্যোক্তাগণ সফলভাবে তাদের ব্যবসায় ঝুঁকি মোকাবিলা করতে সক্ষম হবেন বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

সভা, সেমিনার ও কর্মশালা

RAISE প্রকল্পের PSC-এর সভা

বিগত ২৯ মার্চ ২০২৩ তারিখে Project Steering Committee (PSC)-এর তৃতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব শেখ সলীম উল্লাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ ভার্চুয়াল সভায় পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে মোঃ ফজলুল কাদের, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১, দিলীপ কুমার চক্রবর্তী, মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও RAISE প্রকল্প সমন্বয়কারী এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্বব্যাংক-এর Implementation Support Mission

বিগত ২১ মে হতে ৮ জুন ২০২৩ পর্যন্ত বিশ্বব্যাংক কর্তৃক দ্বিতীয় Implementation Support Mission পরিচালিত হয়। মিশনের আওতায় ২২ মে ২০২৩ তারিখে Kick-off Meeting, ৭ জুন ২০২৩ তারিখে Pre-wrap-up Meeting এবং ৮ জুন ২০২৩ তারিখে Wrap-up Meeting অনুষ্ঠিত হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব শেখ সলীম উল্লাহ-এর সভাপতিত্বে এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ, পিকেএসএফ-এর প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিশ্বব্যাংক-এর প্রতিনিধিবৃন্দের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত Wrap-up Meeting-এ RAISE প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি সন্তোষজনক বলে মন্তব্য করা হয়।

বিশ্বব্যাংক-এর দিনব্যাপী কর্মশালায় প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দ

বিগত ৮ মে ২০২৩ পিকেএসএফ-এর RAISE প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দ বিশ্বব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত প্রকিউরমেন্ট, পরিবেশ ও সামাজিক গাইডলাইন বিষয়ক দিনব্যাপী একটি কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

'তরুণ উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন বিষয়ক' মতবিনিময় সভা

পিকেএসএফ-এর RAISE প্রকল্পের আওতায় ২২ মার্চ ২০২৩ তারিখে 'তরুণ উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন বিষয়ক' এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় পিকেএসএফ-এর প্যানেল লিডারবৃন্দ, বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং পিকেএসএফ-এর প্যানেল লিডারবৃন্দ ও সহযোগী সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

গোলাম জিলানী, উপ-প্রকল্প সমন্বয়কারী (এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট), RAISE প্রকল্পের তরুণ উদ্যোক্তাদের অর্থায়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহের ওপর উপস্থাপনা প্রদান করেন। এছাড়াও এস এম খালেদ মাহফুজ, উপ-প্রকল্প সমন্বয়কারী (ট্রেনিং এন্ড স্কিলস ডেভেলপমেন্ট), RAISE প্রকল্পের আওতায় 'ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউলের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন।

এ প্রকল্পের আওতায় উদ্যোক্তাদের entrepreneurial ability ও creditworthiness যাচাইয়ের লক্ষ্যে 'সাইকোমেট্রিক প্রোফাইলিং' ব্যবহার এবং nudging-এর মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা ও সংশ্লিষ্টদের আচরণগত পরিবর্তন আনয়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

সহযোগী সংস্থায় এ্যাকাউন্টস অফিসারদের সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

পিকেএসএফ-এর RAISE প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট হতে সহযোগী সংস্থার প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ইউনিট-এর হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাদের জন্য ৩টি ভেন্যুতে সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক ৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণে প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয় এবং প্রকল্পের ঋণ ও অনুদান সম্পর্কিত হিসাবরক্ষণ গাইডলাইন, আর্থিক তথ্য ব্যবস্থাপনা, Statement of Expenditure (SOE) ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

RAISE
ছোটো উদ্যোগে মানব সক্ষমতার বিকাশ
নিউজলেটার

ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প

মহামারি পেরিয়ে আফছার এখন সফল ব্যবসায়ী

ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার ফ্যাশন স্কয়ারে ৬ বছর ধরে আফছার উদ্দিন স্বপন (২৫)-এর মোবাইল সার্ভিসিং-এর ব্যাবসা। ৪ ভাই ও একমাত্র বোনের মধ্যে স্বপন বড়। ব্যাবসা থেকে যা আয় হতো তা দিয়ে পরিবার স্বচ্ছলতার সাথেই চলছিল; কিন্তু বাধ সাধে বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯। বন্ধ হয়ে যায় তার উদ্যোগ। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে পুনরায় ব্যাবসা সচল করতে RAISE প্রকল্পের আওতায় পরিবার উন্নয়ন সংস্থা হতে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণের অর্থ দিয়ে মোবাইল সার্ভিসিং-এর জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কিনে পুনরায় তার ব্যাবসা শুরু করেন। ঋণ নেয়ার পর তিনি RAISE প্রকল্পের আওতায় ৩ দিনব্যাপি 'ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এ প্রশিক্ষণের পর থেকে ঝুঁকি মূল্যায়ন ও ব্যবসায়ের আয় ব্যায় হিসাব সংরক্ষণ করার কারণে আফছার দক্ষতার সথে উদ্যোগ পরিচালনা করতে পারছেন। বর্তমানে মাসিক ৪৫ হাজার টাকা আয়ের পাশাপাশি সৃষ্টি করেছে ২ জন বেকার যুবকের কর্মসংস্থান। আফছার তার উদ্যোগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে আরো বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়ার স্বপ্ন দেখেন।

ঐতিহ্যেই জীবিকায়নের রসদ

রিনা আক্তার (৩৫), নারায়নগঞ্জ জেলার রুপগঞ্জ উপজেলার তারাবো এলাকা। শৈশবে বাবার কাছে জামদানি বোনায় হাতেখড়ি। বিয়ের পর মাত্র ১৮০০ টাকা পুঁজি সম্বল করে টু-পিস তৈরি শুরু করেন তিনি। স্বামী দুলাল মিয়ার টেক্সটাইল মিলের চাকরি চলে গেলে তাকে জামদানি বোনা শিখিয়ে নিজের সাথে কাজে নিয়ে নেন। ধীরে ধীরে রোজগার বাড়ার সাথে সাথে তাঁতের সংখ্যাও বাড়তে থাকে রিনা'র। নওয়াপাড়া এলাকার পাইকার মহাজনরাই তার তৈরি শাড়ির মূল খদ্দের।

করোনাকালীন লকডাউনে তাঁতবোনা একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়, তদুপরি রিনা'র প্রধান মহাজন করোনাক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ায় ক্ষতির মাত্রা বেড়ে যায়। সব মিলিয়ে রিনার প্রায় ৮০ থেকে ৯০ হাজার টাকার ক্ষতি হয়। এ ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য ওয়েভ ফাউন্ডেশন থেকে RAISE প্রকল্পের আওতায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ঋণ নেন রিনা ও তার স্বামী। এই টাকায় ক্রয় করেন জামদানি তৈরির কাঁচামাল। এ প্রকল্পের আওতায় 'ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা' প্রশিক্ষণ নিয়ে ব্যবসায়ের হিসাব কীভাবে রাখতে হয় তা জানতে পেরেছেন। বর্তমানে তার মাসিক আয় ৪০ থেকে ৪৫ হাজার টাকা। নিজের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি তিনি তিন জন ব্যক্তিরও কর্মসংস্থান করেছেন। অচিরেই বাড়ির সামনের ফাঁকা জায়গাতে একটি শো-রুম খোলার পরিকল্পনা আছে রিনার; যাতে নিজের পণ্য নিজেই সরাসরি খুচরা ক্রেতার কাছে বিক্রি করতে পারেন।

উপদেশক
ড. নমিতা হালদার এনডিসি
মোঃ ফজলুল কাদের

সম্পাদনা পর্ষদ
দিলীপ কুমার চক্রবর্তী
গোলাম জিলানী
এস এম খালেদ মাহফুজ

কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট
শেহরীণ সাবা

প্রচ্ছদ আলোকচিত্র ও সার্বিক সহযোগিতা
RAISE প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট, পিকেএসএফ
RAISE প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ইউনিট, সহযোগী সংস্থা

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন
www.pksf.org.bd | pksf@pksf.prg.bd | RAISE প্রকল্প | pksf.raise@gmail.com